॥ শ্রী হনুমান চালিসা॥

॥ শ্রী হনুমান চালিসা॥

॥ দোহা ॥

শ্রী গুরু চরণ সরোজ রাজ
আপনার মনু মুকুরুকে উন্নত করুন।
বরনুন রঘুবর বিমল জাসু৷
যিনি ফল দেন।
মগজহীন তনু জানিকে
সুমিরুন পবন-কুমার।
শক্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, মন
হারহু কালেস বিকার৷

॥ চৌপাই॥

প্রভু হনুমান জয় করুন।
জয় কপিস, সকল লোক উন্মোচিত।

রামের দূত অতুলনীয় শক্তি।
অঞ্জনী পুত্রের নাম পবনসুত।

মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী।
যিনি মন্দ চিন্তাভাবনা দূর করেন এবং মহান
ব্যক্তির সাহচর্য দান করেন।

কাঞ্চন বরন বিরাজ সুবেসা।
কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেসা ॥4॥

হাত বজরা ও ধ্বজা বিরাজই।
কাঁধ পবিত্র সুতো দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

শঙ্কর নিজে/সুবন কেশরী নন্দন।
তেজ প্রতাপ মহা জগবন্দন।

বুদ্ধিমান, খুব চালাক।
রাম তার কাজ করতে আগ্রহী।

আপনি ঈশ্বরের মহিমা শোনার মধ্যে আনন্দিত.
সীতার মনে বাস করে রাম লখন।

সূক্ষ্ম আকারে দেখান।
ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে লঙ্ক জারওয়া।

ভীম রূপে রাক্ষস পরাজিত হল।
সাজিয়েছেন রামচন্দ্রের কাজ।

লাখন দীর্ঘজীবী হোক।
মিঃ রঘুবীর হরষি এনেছেন।

রঘুপতি তার অনেক প্রশংসা করলেন।
তুমি আমার প্রিয় ভাই ভারতী ॥12॥

আমি আপনার শরীর যেমন এটি ভালোবাসি.
শ্রীপতিকে এই কথা বলিব।

সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনিসা।
নারদ ও সারদ সহ অহিসা।

কুবের দিগপাল কোথায়?
কোভিড কখন কোথায় বলতে পারে?

তুমি সুগ্রীবের কাছে কৃতজ্ঞ।
রাম মিলয় রাজ পদ দিহনা ॥16॥

আমি তোমার মন্ত্রকে বিভীষণ বলে মনে করেছি।
লঙ্কেশ্বর থাকলে সারা বিশ্ব জানবে।

জগ সহস্ত্র জোজনে ভানু।
লিলিও তাহি মিষ্টি ফল জানু।

প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহি।
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তিনি জল পার হয়ে গেলেন।

অগম্য কাজের সংসারের ছেলেরা।
তোমার সহজ কৃপা ॥20॥

ভগবান রাম আমাদের রক্ষা করেন।
অনুমতি ছাড়া কোন টাকা থাকবে না।

সব সুখ আপনার স্যার।
রক্ষককে ভয় পাবো কেন?

আপনার তীব্রতা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করুন।
তিন জগৎ কেঁপে কেঁপে উঠল।

ভূত আর ভ্যাম্পায়ার কাছে আসে না।
যখন মহাবীর নাম পাঠ করে ॥24॥

নাক রোগ সবুজ এবং সব কিছু বেদনাদায়ক।
নিরন্তর হনুমত বিরা জপ করুন।

হনুমান আপনাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করবে।
যিনি মন এবং কথায় মনোযোগ আনেন।

রাম সকলের উপরে তপস্বী রাজা।
খড়ের কাজ স্থূল, আপনি এটির একটি অংশ।

আর তাই কে কখনো ইচ্ছা নিয়ে আসে।
সোই অমিত জীবনের ফল পেল।।২৮

তোমার জাঁকজমক চার যুগ জুড়ে।
এটি বিশ্বের বিখ্যাত আলো।

তুমি সাধুদের রক্ষাকারী।
অসুর নিকন্দন রাম দুলারে ॥

আটটি সিদ্ধি এবং নয়টি ধনদাতা।
যত বার দীন জানকী মাতা ॥

রাম রসায়ন তোমার পাশা।
সর্বদা রঘুপতির সেবক থাক।

তোমার ভক্তির দ্বারা শ্রীরামকে পাওয়া যায়।
ভুলে যাও বহু জন্মের দুঃখ।

শেষবারের মতো রঘুবরপুর গিয়েছিলেন।
হরি ভক্তের জন্ম কোথায়?

আর দেবতা কিছু মনে করেননি।
হনুমত সবাইকে খুশি করে।

সমস্ত বিপদ দূর হয়ে যাবে এবং সমস্ত ব্যথা অদৃশ্য হয়ে যাবে।
জো সুমিরই হনুমত বলবীরা ॥36॥

জয়, জয়, জয়, শ্রী হনুমান, ইন্দ্রিয়ের অধিপতি।
দয়া করে আমাকে গুরুদেবের মতো আশীর্বাদ করুন।

যে ব্যক্তি এটি 100 বার পড়বে।
বন্দী মুক্ত হলে মহা আনন্দ হয়।

যে এই হনুমান চালিসা পাঠ করবে।
হ্যাঁ সিদ্ধি সখী গৌরীসা।

তুলসীদাস সদা হরি চেরা।
কিজই নাথ হৃদয় মহা ডেরা ॥40॥

॥ দোহা॥

হাওয়া তনয় সংকট হারান,
মঙ্গল মূর্তি রূপ।
সীতার সাথে রাম লখন,
হৃদয় বসহু সুর ভূপ ॥

সমস্ত বাধা দূর করতে, চাপমুক্ত থাকতে, যাত্রা শুরু করার আগে, অশুভ আত্মা থেকে মুক্তি পেতে, শনির প্রকোপ থেকে বাঁচতে এবং ইচ্ছা পূরণ করতে, শ্রী হনুমান চালিসা পাঠ করুন।

শ্রী হনুমন্ত লালের পূজায় হনুমান চালিসা, বজরং বান এবং সংকটমোচন অষ্টক পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

শ্রী রাম নবমী, বিজয় দশমী, সুন্দরকাণ্ড, রামচরিতমানস কথা, হনুমান জন্মোৎসব, মঙ্গলবার উপবাস, শনিবার পূজা, পুরাতন মঙ্গলবার এবং অখন্ড রামায়ণ পাঠে চালিসা প্রধানভাবে গাওয়া হয়। হনুমান চালিসা গানের কথা লিখেছেন গোস্বামী তুলসীদাস জি নিজেই, যা রামায়ণের পরে সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা।